EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 8802-55662000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
\WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের বক্তব্য ইউএসএআইডি বাংলাদেশে শান্তির জন্য খাদ্য কর্মসূচী, ২০১০-২০১৫: সফলতা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ

ঢাকা ১৩ই আগস্ট, ২০১৫

শুভ সকাল! আজ এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

গত ৪৫ বছর ধরে, বাংলাদেশ এর নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে দারুণ অগ্রগতি করেছে। আমরা বাংলাদেশের অসাধারণ অর্জন প্রত্যক্ষ করেছি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যার ফলে বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর। চরম দারিদ্র্য গত কয়েক বছরে এখন অনেকটাই কমে এসেছে এবং ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানুষ আরো সুযোগ পাচ্ছে এবং তারা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ এবং উৎপাদনশীল।

এইসব সাফল্য স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শক্তির দ্বারা অরক্ষিত। বিশ্ব খাদ্য মূল্যের উঠা-নামা, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং অবশ্যই মৌসুমী বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইসবকিছু এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তা হুমকির মুখে ফেলে দেয়। অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে বিশেষ করে যারা দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত তাদের উন্নয়নের জন্য এখনো অনেক কিছু করতে হবে।

প্রায় তিন কোটি বাংলাদেশী এখনো হতদরিদ্র এবং ক্রমাগত অপুষ্টিতে ভুগছে। বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন যে কমপক্ষে ছয় কোটি বাংলাদেশী প্রতি বছর ছয় থেকে সাত মাস পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না। এই পরিবারগুলো দিনে তিনবেলা খাবার এবং সুষম খাদ্যও পায় না। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যপারটি আরো ভয়াবহ। ২০১৪ সালের জনতাত্বিক এবং স্বাস্থ্য জরিপের উপাত্ত খুবই পীড়াদায়ক। পাঁচ বছরের নিচের ৩৬ শতাংশ শিশু তাদের বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত লম্বা নয় অথবা খর্বাকৃতি। খর্বাকৃতির ব্যাপারটি দ্বারা

দীর্ঘমেয়াদি ও তীব্র অপুষ্টির বিষয়টি প্রকাশ পায়। খর্বাকৃতি উচ্চতার পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্যে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রভাব ফেলে। এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য সহযোগিতায় কাজ করছে এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে নিবেদিত।

আজ আমরা এখানে খাদ্য সহযোগিতা তিনটি দারুণ উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হওয়া উদযাপন করতে এবং এই প্রকল্পগুলোর সফলতা থেকে শিখতে এবং ভবিষ্যতে যে সুযোগ আছে তা বিশ্লেষণ করতে এসেছি। গত পাঁচ বছরে , ইউএসএআইডি'র শান্তির জন্য খাদ্য কর্মসূচীর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অরক্ষিত ৩৫ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। আমি আজ এই ঘোষণা দিতে পেরে খুবই আনন্দিত যে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলার জন্য এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র এবং অরক্ষিত মানুষদের জন্য এই বছর ইউএসএআইডি শান্তির জন্য খাদ্য প্রকল্পের পাঁচ বছর মেয়াদি আঠারো কোটি ডলারের নতুন প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে।

গত পাঁচ বছরের সাফল্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে "শান্তির জন্য খাদ্য" কর্মসূচীর নতুন পর্যায়ে তিনটি চলমান লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবেঃ স্থানীয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন, ভোগ এবং বাজার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা বাড়ানো; খাদ্যাভ্যাস উন্নত এবং পরিবারগুলোকে তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করতে সহায়তা করার মাধ্যমে অপুষ্টির হার কমানো; এবং দুর্যোগপ্রস্তুতি এবং দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা আরো দ্রুত ও সাফল্যের সাথে গ্রহন করতে সরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটিগুলোকে সাহায্য করার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একদিনে অথবা একবছরে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠান, কমিনিটি ও পরিবার গঠন একটি চলমান প্রচেষ্টা। এই সমস্যাগুলো সমাধানে সরকারের সব পর্যায়, দাতা কমিউনিটি, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো একসাথে কাজ করে কৌশল নির্ধারণ করে যেন বাংলাদেশ আরো শক্তিশালী, দুর্যোগ প্রতিরোধে আরো বেশী সক্ষম এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করতে পারে। আমরা এই প্রচেষ্টায় সফল হতে পারি যদি আমরা একসাথে কাজ করি, শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলি এবং একে অন্যের সাথে জ্ঞান বিনিময় করি। আজকে আমরা এখানে যা করব।

গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে আপনারা আমার সাথে যোগ দিয়েছেন বলে আমি আনন্দিত। আপনারা অতীতে যে কাজ করেছেন, এখন যা করছেন এবং ভবিষ্যতে যা করবেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আসছে মাস এবং বছরগুলোতেও আপনাদের এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে এই সংলাপ ও অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখার আশা করছি।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*